যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

NOV. 28 2002

৯টি বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক সংকটে : মঞ্জুরি কমিশন ৪৫০ কোটি টাকা চেয়েছে

দেলোয়ার হুসেন

৯টি বিশ্ববিদ্যালয় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। এই সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জরুরিভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। জরুরিভিত্তিতে ওই অর্থ পাওয়া না গেলে আসন্ন ঈদ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া যাবে না। গতকাল বুধবার অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্মকর্তাদের অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের পরিমাণ বাড়লেও আয় বাড়েনি। ছাত্র বেতন এখনও ব্রিটিশ আমলের মতো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি ছাত্র বেতন বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

আর্থিক : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

আর্থিক : সংকটে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্বায়ত্তশাসন ভোগ করায় সরকার এ ক্ষেত্রে কিছু করতে পারছে না।

সূত্র জানায়, বৈঠকে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট সম্পর্কিত মঞ্জুরি কমিশনের উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ৬ বছরে রাজস্ব বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ কোটি ১৩ লাখ টাকা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ কোটি ৬২ লাখ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ কোটি ২ লাখ টাকা এবং খুলনা, ইসলামী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে।

প্রতিবেদনে এ ঘাটতির জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, কমিশনের চাহিদার বিপরীতে সরকারি বরাদ্দ কম, পেনশনারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এ খাতে বরাদ্দ কম, গ্যাস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, বাজেটের বাইরে বাড়তি জনবল নিয়োগ, নতুন বিভাগ খোলা এবং কমিশনের নীতিমালা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালায় পদোন্নতি দেয়া এসব।